Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 56:18 min.
ID: IDI_AMR303_HH_U_16 July 17

Demographic Information:

| Gender | Age | Education | Healthcare decision maker or caregiver | Income | Ages and gender of children living in HH | Ages and gender of older adults living in HH | Ethnicity | Family members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 27 | Class-IV | HDM | 15,000 BDT | 4.5 Years male | No | Bangali | Total= 4; Child-2, Husband, Wife (Res.) |

প্রশ্নর্কতা:তাহলে, এইযে আপা, কেমন আছেন?

উত্তরদাতা:ভালো।

প্রশ্নর্কতা:ভালো আছেন, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আমার নাম হচ্ছে ....। আমি আসছি আইসিডিডিআরবি থেকে। মহাখালি কলেরা হাসপাতাল বলে। ঐখান থেকে। আমরা এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে কথা বলতে আসছি। গবেষনা কাজ এটা। এই কাজে, কাজই করবো। আপনার সাথে এটা নিয়ে কথা বলা। আপার পেশা কি মানে আপনি কি কাজ করেন?

উত্তরদাতা:আমি বর্তমানে এখন কিছুই করিনা। বেকার।

প্রশ্নর্কতা:বেকার, আগে কাজ করতেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আগে গার্মেন্টসে চাকরি করতাম।

প্রশ্নর্কতা: গার্মেন্টসে চাকরি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো গার্মেন্টসে কিসের চাকরি ঐটা?

উত্তরদাতা:ফোল্ডিং ম্যান, ফোল্ডিং করতাম।

প্রশ্নর্কতা: ফোল্ডিং?

উত্তরদাতা:জ্বী। শর্টি ফোল্ডিং করতাম।

প্রশ্নর্কতা:শর্টি? তো এখন বেকার কতদিন থেকে আছেন?

প্রশ্নর্কতা:প্রায় আমার এক ছেলে মারা যাওয়ার পর এই ছেলে গর্ভে আসছে। তখনই চাকরি ছাইড়া দিছি। ছেলে যখন মারা যায়, তারপরে তো আর ছোড মানুষ নাই। সে গর্ভে আসার পরেই চাকরি ছাইড়া দিছি। প্রায় সাড়ে চার চলতেছে।

উত্তরদাতা:সাড়ে চার বছর হলো আপনি চাকরি করেন না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। তার মানে কি এখন গৃহিনী?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো পরিবারে কয়জন আপনারা এখানে থাকেন একসাথে খাওয়া দাওয়া করেন কয়জন?

উত্তরদাতা:আমরা আমার দুই ছেলেমেয়ে আর আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজন। চারজন।

প্রশ্নর্কতা:চারজন?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:ও কি ছোট?

উত্তরদাতা:হ্যা, ছোট।

প্রশ্নর্কতা:তো এখানে আপনাদের সাথে থাকার জন্য আর কেউ কি মাঝেমাঝে আসে এই চারজন ছাড়া?

উত্তরদাতা:আসে। আত্মীয়স্বজন আসে। আমার মা আসে। ভাই বোন সময়তে আসে। আবার এমনে একজন মেয়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:মেয়ে সাথে থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মেয়ে বলতে সে

উত্তরদাতা:চাকরি করে একটা মেয়ে মানে আমাদের বাসায় থাকে।

প্রশ্নর্কতা:ও, আপনাদের বাসায় থাকে। আপনাদের সাথে খাওয়াদাওয়া করে?

উত্তরদাতা: আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করে।

প্রশ্নর্কতা:আত্মীয় নাকি

উত্তরদাতা:না। এমনি। চেনা পরিচিত।

প্রশ্নর্কতা: চেনা পরিচিত।

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এই পরিবারে আপনারা আছেন, সেও কি টাকা পয়সা কিছু দেয় আপনাদেরকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এই পরিবারে আপনারা চারজন ছাড়া আরো একজন আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা, একজন আছে। সে কি হিসাবে আছে এটা?

প্রশ্নর্কতা:ভাড়াটিয়া নাকি

উত্তরদাতা:না, আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করে। খাওয়া দাওয়া, থাকা নিয়ে আমাকে তেত্রিশ শ টাকা দেয়। মানে হেই সর্ম্পকে থাকা আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এখানে ভাড়া কত?

উত্তরদাতা:ভাড়া তো এই বারান্দা সহ চারহাজার পাঁচশো টাকা। আর কারেন্ট বিল সহ মনে করেন প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো সাতশো আটশো টাকা আসে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনাদের পরিবারে ইনকাম কত এখন? আনুমানিক

উত্তরদাতা:আনুমানিক মনে করেন শরীর গতর ভালো থাকলে তো পনের হাজার টাকায় হয় আর শরীর গতর ভালো না থাকলে তো আরো কমই হয়। যায়লেইতো, অফিসে গেলেই না, না গেলে তো আর টাকা নাই।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। তো শুধু কি এখন আপনার স্বামী ইনকাম করে?

উত্তরদাতা:হ্যা, আমার স্বামী ইনকাম করে।

প্রশ্নর্কতা: তো উনি কি কাজ করে?

উত্তরদাতা:এইতো টাওয়ার আছে না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এই টাওয়ারের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে মানে টাওয়ার ঝালাই করে।

প্রশ্নর্কতা:বুঝি নাই, কি

উত্তরদাতা:মানে টাওয়ারে ওয়ারলিং করে। টাওয়ার বানায় না?

প্রশ্নর্কতা:টাওয়ার

উত্তরদাতা:ঐযে ঐ টাওয়ারের ওয়ারলিং করে।

প্রশ্নর্কতা:ঐ কারেন্ট

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐ ওয়ারলিং করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনার তার মানে  মাসে ইনকাম হচ্ছে পনের হাজার বললেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এখানে কি গরু ছাগল হাঁস মুরগি কিছু পালেন কিনা?

উত্তরদাতা:এইদিকে পালিনা। কিন্তু আমার শাশুড়ির বাসায় ইয়া আছে। মোরগ আছে অনেকগুলি।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু আপনারা এখানে পালেন না?

উত্তরদাতা:না। আমরা এই জায়গায় ভাড়া থাকি। এই জায়গায়  পালাটা, মাইনষে কি ভালো কইবে, নিজেরাই তো থাকি পরের বাড়িতে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনাদের এখানে আসবাবপত্র কি কি আছে?

উত্তরদাতা:বুঝলাম না।

প্রশ্নর্কতা:জিনিসপত্র ধরেন কি কি আছে? খাট পালং এরকম কি কি আছে?

উত্তরদাতা:এই যে যা আছে ঘরে, তাই। একটা ষ্টিলের আলমারি আছে, একটা ফ্রিজ আছে। আর একটা শোকেস আর খাট। আর টুকিটাকি হাবিজাবি।

প্রশ্নর্কতা:টিভিও তো আছে।

উত্তরদাতা:হ্যা, টিভিও আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনারা সবাই এখন এই চারজন, আর একটা আপনাদের সাথে যে থাকে

উত্তরদাতা:হ্যা। হে রে নিয়ে পাঁচজন।

প্রশ্নর্কতা:এই পাঁচজন মিলে আপনারা এখন সবাই কেমন আছেন, এটা বলেন।

উত্তরদাতা:আছি। আল্লাহ রাখছে যেরকম। মোটামুটি চইলা যায় পারতেছি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, মানে সুস্থ আছেন কিনা।

উত্তরদাতা:সুস্থ সবলই চইলা যায়তে পারতেছি।

প্রশ্নর্কতা:সবাই সুস্থ আছেন এখন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:বাড়িতে কেউ অসুস্থ নাই? ৫:০০

উত্তরদাতা:না। বর্তমানে কেউ অসুস্থ নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঠিক আছে। তো ধরেন এরকম কি কখনো হয়ছে যে যেহেতু আপনি এখানকার সবকিছু দেখাশুনা করেন। স্বাস্থ্য বিষয়ে। যখন কেউ অসুস্থ হয়ে যায় বাড়ির মধ্যে, আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা:কিভাবে বুঝতে পারি মনে করেন আমার ছেলেমেয়েরটা বিশেষ কইরা বলি। মনে করেন ঠান্ডা লাগতেছে। হেচি পাড়তেছে মানে এরকম অস্থিরতা লাগে। তখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই গেলে মানে ডাক্তারে ঔষধ দেয়। দিলে খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:ওদের বাইরের এই অবস্থা দেখে। এখন ভাইয়ের যদি কিছু হয়, তখন আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা:এর মনে করেন ঠান্ডা মান্ডা লাগলে দশ টাকা দিয়ে বা পনের টাকা দিয়ে দুইটা ট্যাবলেট আইনা দিই। খায়য়া সুস্থ হইয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এগুলা তো ঠান্ডা লাগলে এরকম।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর আপনার নিজের জন্য?

উত্তরদাতা:আমার তো মনে করেন সবসময় ঔষধ খাওয়া লাগে।

প্রশ্নর্কতা:কেন কি

উত্তরদাতা:এলার্জির সমস্যা আবার মাথা ব্যথা সবসময় থাকে। আমার মানে ফ্যামিলি ভিতরে আমার আর আমার ছেলেরই ঔষধ বেশী লাগে।

প্রশ্নর্কতা:বেশী লেগে থাকে, না? ঐ ছোটটার, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। এর বেশী লাগে। ছেলের বেশী লাগে। আর আমারও সবসময়, একদিন দুই দিন পরপরই এলার্জির ট্যাবলেট, মাথা বিষের ট্যাবলেট খাওয়াই লাগে। না খেলে আর স্বস্থি নেই।

প্রশ্নর্কতা:ছেলে? ছেলে তো এখন সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা:এখন বর্তমানে সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:আর আপনিও?

উত্তরদাতা:আমি এখন বর্তমানে সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনারা যখন অসুস্থ  হন, এইযে বললেন আপনি কিছুদিন পরপর অসুস্থ হন, মাথাব্যথা করে। এলার্জির জন্য ঔষধ খাওয়া লাগে। আপনার ছেলে অসুস্থ হয়। ও অসুস্থ হলে কোথায় যান?

উত্তরদাতা:এইতো ডা:২৭ আছেনা? এই ডা:২৭ এর কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা: ডা:২৭ হচ্ছে কোথায় বসেন?

উত্তরদাতা:এই ইয়াত বসে। ষ্টেশন রোড,

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:উনি ঢাকা মেডিকেলের বড় ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: বড় ডাক্তার। ওর কাছেই যান সবার আগে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এই জায়গায় উনি উনার সবকিছু এই জায়গায় ---৭:০০--। উনার কাছে আমরা বিশ্বাস তো নাই। আমার ছেলে হওয়ার পরে ঐ ডাক্তারের কাছে আমরা যাই। অন্য কোন জায়গার ঔষধ খাওয়ালে রিএকশন করে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে অন্য জায়গার ঔষধও খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:অন্য জায়গায়, মানে অন্য জায়গায় খাওয়াইছিনা বলতে কি মনে করেন সে সিজারে ডেলিভারি হয়ছে। তারপরে একুশ দিনের মাথায় তার নিউমোনিয়া হয়ছিল। তারপর নিয়ে আবেদায়, সেবায় নিয়ে ভর্তি রাখছি। পরে অনেক রাতে ভোর রাতে নিয়া নিয়া অক্সিজেন দিয়া ওটি রুমে ওয়াশ করা লাগছে। গ্যাস দেওয়া লাগছে। বিভিন্ন কিছু করা লাগছে। এরপরে দিয়া মনে করেন এক দেড় বছর  এহানে ওহানে দৌড়াইছি। দৌড়ানোর পরে মনে করেন অনেকে কয় এমন ডাক্তার ভালো। তো আমি তখন শ্বশুর শাশুড়ির লগে থাকি। নন্নাস আছে। তো হেরা কয় কি তোমার ইমানের জোর নাই। আমি কই, না। অনেক ডাক্তারই তো দেহাই। ভালো তো হয়না। পাঁচশো টাকা ছয়শ টাকা ভিজিট দিই। কোন কাজ কাম ভালো দেখিনা। কোনই হয় নাই। পোলা আমার সারাক্ষনই ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকে। অসুস্থতার জালা, জ্বর, ঠান্ডা সবসময় লেগেই থাকতো। পরে দিয়ে আমি বলছি যে তাহলে আমি একরাত্র বইসা আছিলাম। সারা রাত্র। পোলারে নিয়া। পরের দিন সকালে ওর দাদুর বাসায় যাই। যাইয়া কই যে আমি অমুকের থেকে ঔষধ আইনা খাওয়াইছি। অমুকের থেকে ঔষধ আইনা খাওয়াইছি। কাম পাইতেছিনা, ফল পাইতেছিনা। পরে দিয়া আমার নন্নাস কয়তেছে, তোমার ইমানের জোর নাই। আমি কই, ইমানের জোর যেইডা হোক আর নাহোক আমি আনোয়ার সাহেবেরে দেখামু। মায়ের মন, কোরানে যা কয়, মায়ের মনও নাকি তাই কয়। আমি ঐ জায়গায়ই যামু। পরে দিয়া মনে করেন হেগো লগে কথা কাটাছেড়া কইরা পরে দিয়া হেই ডাক্তারের কাছেই হের আব্বুরে নিয়া গেছি। গিয়া ঐ ডাক্তাররে দেখানোর পরে থেইকাই মনে করেন এইযে এইটুক বয়স হয়ছে। হের কাছ থেকেই চিকিৎসা চলতেছে। আর যদি দুই টাকা বাচানোর জন্য অন্য জায়গা থেকে ঔষধ আনি, খাওয়ালে মনে করেন এর রিএকশন। তখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ আবার ফিরে গিয়ে হেই জায়গায় যাওয়া লাগে। তারজন্য উনার কাছ থেকেই আমরা ঔষধ আনি আমার ছেলের জন্য।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে আপনার ছেলে যখন অসুস্থ হয়, তখন আপনারা সরাসরি ঐ ডা:২৭ এর কাছেই যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর আপনাদের নিজেদের, বড় যারা

উত্তরদাতা:আমরা নিজেরা সবাই মনে করেন এখানে আমাদের এক দেবু দাদা আছে। উনার কাছে আমরা যাই। উনার ঔষধ খেলে আমরা আবার সুস্থ হই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, উনি কি ডাক্তার?

উত্তরদাতা:ডাক্তার না। উনি ফার্মেসি। কিন্তু উনি পাশ্বর্বতী লোকজনের থেকে, ফার্মেসি থেকে উনার ঔষধের অনেক গুরুত্বর্পূন হয়। ভালো হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

প্রশ্নর্কতা:উনি কি তার মানে চিকিৎসাও করান?

উত্তরদাতা:চিকিৎসাও করায়। উনি চেম্বারে বসে।

প্রশ্নর্কতা: উনি চেম্বারে বসে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে উনি কি ডাক্তার? গ্রাম্য ডাক্তার নাকি কি ডাক্তার? এমবিবিএস ডাক্তার তো না।

উত্তরদাতা:উনি মাদ্রাজ যায়। ডাক্তারের সাথে উনি অনেক ট্রেনিং স্রেনিং দিতাছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ডাক্তারের সাথে ট্রেনিং দেয়। কিন্তু সে আসলে এমবিবিএস ডাক্তার না?

উত্তরদাতা:না। কিন্তু কাজ করে এমবিবিএস ডাক্তারের চেয়েও বেশী। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কাজ ভালো করে।

উত্তরদাতা:উনার হাতের জোশ ভালো আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। হাতের জোর ভালো। তো আপনারা তার কাছেই যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:শুধু বাচ্চার জন্য হচ্ছে ঐ ডা:২৭?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এইযে ঐখানে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কার থাকে? ধরেন বাচ্চার জন্য ডা:২৭ এর কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তো একটু আগে বললেন সেটা আপনি নিছেন।

উত্তরদাতা:মানে ডাক্তার মাক্তারের কাছে যাওয়াটা আমারই সিদ্ধান্ত থাকে। আমি ডাক্তারের কাছে যামু। আমি ঐ ডাক্তারের কাছে যামু না যামু ঐডা আমার কাছেই সব। এর আব্বু খালি টাকা দেওয়া  মালিক, টাকা দেয়। আর মন চাইলে যায় আর না চাইলে না যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সবই তার মানে আপনি দেখাশুনা করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে সিদ্ধান্তগুলো, যাওয়ার সিদ্ধান্তগুলো যেহেতু আপনার থাকে, তো এটা একটু বলেন যে যখন ওরা যেমন আনোয়ার ডাক্তারের কাছে গেলেন। সে কিছু প্রেসক্রিশনে আপনাকে কিছু ঔষধ লিখে দিল বাচ্চার জন্য। এই ঔষধগুলো কিনবেন, কয়টা কিনবেন, ঐখানে হয়তো তিনটা ঔষধের নাম লিখা আছে ধরেন। কোনটা কিনবেন, কোনটা কিনবেন না, উনি অনেকদিনের ঔষধ দিলেন। কতদিনের কিনবেন, এই সিদ্ধান্তগুলো কার থাকে?

উত্তরদাতা:এটাও আমারই থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আপনারই থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ঐগুলো কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন একটু আর একটু বিস্তারিত বলেন আমাকে।

উত্তরদাতা:মানে কিভাবে মানে সবটা আনমু কিনা?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ধরেন ঔষধ দিল আপনাকে তিনধরনের। তারপরে একটা দিল হয়তো এক সপ্তাহর, একটা দিল এক মাসের।

উত্তরদাতা:এক মাসের।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কিভাবে কিনে নিয়ে আসেন এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:এটা কিভাবে নিয়ে আসি?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:মনে করেন নিয়া যায় তো অল্প। নিয়া যাই, পাঁচশো টাকা বা নিয়া তো যাই হাজার পনের শ টাকা। এর মাধ্যমে মানে যে কয়দিনের ঔষধ আসে, আমি ঐ কয়দিনের ঔষধ আনি। এরপরে যায়য়া আবার দুইদিন পরে যায়য়া মানে আর কয় টাকার ঔষধ বাকী রয়ছে, পরে যায়য়া আবার দুইদিন পরে যায়য়া আবার আনি। আইনা মানে এইডা পুরাডা খাওয়ায় শেষ করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। দুইদিন পরে যার?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:নাকি ঐগুলা শেষ হওয়ার পরে যান?

উত্তরদাতা:না। মানে এইডা আমার হাতে থাকতেই কারন এইডাতো এক সিরিয়ালে খাওয়া লাগবো না? এইডা শেষ কইরা গেলে তো মনে করেন নাও থাকতে পারে। বা বন্ধও থাকতে পারে। তারজন্য আমরা অগ্রিমই আইনা, এর আব্বু টাকা দেয়। তাড়াতড়ি নিয়া আসো বা এর আব্বুই যায়। তাড়াতাড়ি কইরা আইনা ঘরে থুইয়া দেয়। যাতে জিনিসটা শেষ হইয়া গেলে পামু কই? তখন জিনিসটা আবার একদিন গ্যাপ গেলে সমস্যা হইয়া যায়বো না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তারজন্য সবসময় আমরা আগে আইনা রাখি। দুইদিন আগে আইনা রাখি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটাতো গেল বাচ্চার ব্যাপারটা। তার মানে ঐখানে ডাক্তার যতগুলো ঔষধের নাম লিখে দেয়, আপনি সবই ঔষধ নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:সবই আমি নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এটা বলেন যে, যখন আপনাদের নিজেদের জন্য ঐযে ....ডাক্তার নাকি .... দা বললেন, উনার কাছে যখন যান, উনি কি এরকম প্রেসক্রিপশন লিখে দেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:লিখে দেয়?

উত্তরদাতা:সাতদিনের দেয়, চৌদ্দ দিনের দেয়।

প্রশ্নর্কতা:উনারগুলো কিভাবে নিয়ে আসা হয়?

উত্তরদাতা:উনারগুলো আমি সবসময় তিনদিনের বেশী আনিনা। তিনদিনেরটা আনলেই মানে আমরা কাজ কইরা হালায়। আর আনতে হয়না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনি হয়তো সাতদিনের লিখে দিলেন। আপনি শুধু তিনদিনের

উত্তরদাতা:তিনদিনের আনি, চারদিনের আনি। যেটা দেহি, বেশী সমস্যা দেহি, সেটা চারদিন পাঁচদিন খাই। মানে পুরা সাতদিন খাওয়া  লাগেনা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে কি আপনি প্রথমেই নিয়ে আসেন তিনদিনের?

উত্তরদাতা:হ্যা। খায়য়া

প্রশ্নর্কতা:তিনদিনের বেশী নিয়ে আসেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তিনদিনেও ভালো যদি না হয়, তখন?

উত্তরদাতা:তখন তো মনে করেন এটা ঘরের, বাসার সাথে। যেকোন মুর্হুতে যাওয়া যায়। দিনের মধ্যে ছয়বারও আসি যাই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এখান থেকে খুব বৌশ দূরে না?

উত্তরদাতা:না। এইযে সামনে মাথায়। ষ্টেশনে মসজিদের সামনে।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। তাহলে এই যে ঔষধ যখন লাগে আপনাদের হঠাৎ করে যখন ঔষধ লাগলো, অসুখ বিসুখ তো লেগে থাকে আমাদের।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধের দরকার পড়ে। তখন ঔষধ লাগলে কোথায় যান আপনারা?

উত্তরদাতা:এইযে ..... দাদার দোকানে যাই। আমাগোর লাগলে ....দাদার দোকানে যাই আর বাচ্চার লাগলে ঐ জায়গায় যাওয়া লাগে।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ কেনার জন্য। ঐটা তো ডাক্তার দেখানোর জন্য।

উত্তরদাতা: ঔষধ কেনার জন্য?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ঔষধ ঐযে ডা:২৭ আছে না? উনির ভাই, মামা উনারে দিয়া মানে পুরা ফ্লাডই নিয়া নিছে। গ্যাস দিতাছে এক জায়গায়, ঔষধ বিক্রি করার জন্য দিতাছে, লোকজন বসার জন্য জায়গা কইরা রাখছে। ঐ জায়গা থেকেই , ওর ঔষধ ঐ জায়গা থেকেই আনি। আর আমাদের ঔষধ ঐ দাদার ফার্মেসি থেকেই আনি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এই দুই জায়গা থেকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কেন আপনারা দুই জায়গা থেকে নিয়ে আসেন, এটা একটু বলেন। বাচ্চারটা ঐখান থেকে কেন নিয়ে আসেন, আপনাদেরটা এখানে থেকে কেন নেন?

উত্তরদাতা:বাচ্চারটা ঐ ডাক্তারে লিখে। তারজন্য ঐ ডাক্তারেই ঔষধটার বিষয়টা জানতে পারবে। মানে ঔষধটা ম্যাচ কইরা রাখবে। আর আমরা যেটা খাই, এটাও দাদা মিলায়ে রাখে। আর একখানে গেলে অন্য কোম্পানির দিতে পারে। আবার ঐ জায়গা থেকে যদি না আনি, আরেক জায়গা থেকে আনি। অন্য একটা কোম্পানির দিল। কাজ হইলোনা। তখন তো ঔষধগুলা নিয়া গেলে কইবো, আমাদের এখান থেকে তো আর নেও নাই জিনিসটা। অন্যান্য কোম্পানির হয়ে গেছে। তখন তো সমস্যা। তার জন্য ই যে লিখে তার জায়গা থেকেই আনি। আর যারে দেখাই তারটা তার জায়গা থেকে আনি। অন্য কোন জায়গায় আর যাইনা।১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:অন্য কোন জায়গায় আর না।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনারা ....দার কাছেই কেন যান?

উত্তরদাতা:....দার কাছে যাই মনে করেন আমরা উপকার পাই। অল্প টাকার ঔষধেও আমরা ভালো হয়ে যাই। আবার মনে করেন পরিচিত মানুষ। যদি হাতে টাকা না থাকে, তারপরও হাজার টাকাও বাকী দেয়। না করে না। হেরকম পরিচিত। আবার সবাইরে দেয়না।

প্রশ্নর্কতা:বাকী করে নিয়ে আসা যায়?

উত্তরদাতা:হ্যা। সবাইরে দেয়না। মানুষ বুইঝা দেয়। এহনো বর্তমানে আমার কাছে পনের শ টাকা পায়। আমরা সবসময় আনতাছি, রানিং। অহন যদি ই জায়গা থেকে খাই বাকী, অহন আরেক জায়গা থেকে আনি নগদ। একদিন দুইদিন হের চোখে পড়বো। আর আল্লাহও দেখতাছে। তহনতো আরেক সমস্যা। কইবো আমার থেকে বাকী খায়, হের থেকে নগদ খায়। তাহলে সমস্যা না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তারজন্য হের কাছে থেকেই খাওয়াডা ভালো। আপদে বিপদে হে দেহে। আবার ডাক দিলে দৌড় পাইড়া বাসায় আহে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বাসায়ও চলে আসে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাসায়ও চলে আসে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এরকম সর্বশেষ কার জন্য ঔষধ নিয়ে আসলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:....দার কাছ থেকে সর্বশেষ কখন নিয়ে আসছেন, কার জন্য?

উত্তরদাতা:মানে সর্বশেষ লাষ্টে নিয়ে আসছি কার জন্য?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। আজকে থেকে কতদিন আগে তার কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতা:মেয়ের জন্য আনছি, আমার জন্যও আনছি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কতদিন হবে?

উত্তরদাতা:মেয়ের ঠান্ডা জ্বর গেছে এইতো মাসখানিক।

প্রশ্নর্কতা: মাসখানিক?

উত্তরদাতা: মাসখানিক এর কম হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মেয়ে? মেয়ের কয় বছর বয়স?

উত্তরদাতা:ঠান্ডা জ্বর গেছিল। মেয়ের চলতেছে ষোল সতের বছর চলতেছে।

প্রশ্নর্কতা: সতের বছর?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো মেয়ের জন্য নিয়ে আসছিলেন এক মাস হবে বললেন।

উত্তরদাতা:হ্যা। একমাসের চেয়েও কম হবে।

প্রশ্নর্কতা:একমাসের কম। কি হয়ছিল?

উত্তরদাতা:ঠান্ডা জ্বর ছিল।

প্রশ্নর্কতা:ঠান্ডা জ্বর?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিরকম, কি কি ঔষধ নিয়ে আসলেন, কয় ধরনের?

উত্তরদাতা:আপনার সাতদিনের ঔষধ লিখে দিছিল এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক দিছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা। দিছিল। আর যে দিছিল আপনার অনেক তিন চার জাতের ঔষধ দিছে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো নামগুলো মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা:

প্রশ্নর্কতা:প্রেসক্রিপশন আছে না?

উত্তরদাতা:এইডা নি নাকি কিজানি? সেতুনি

প্রশ্নর্কতা:দশ ছয় এটা কি, সাল তো লেখা নাই। এটা কি? এখানে তো দুইটা দেখি। নাম লেখা নাই। কারো নাম লেখা নাই এখানে। কে ঔষধ দিছে তারও নাম লেখা নাই। কার জন্য দিছে

উত্তরদাতা:এই যে .... দাদার প্রেসক্রিপশন এটা। এটা কার নাম?

প্রশ্নর্কতা:.....। পল্লী চিকিৎসক উনি। না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আরএমপি। ফার্মাসিস্ট। এটাতো তা'। কে?

উত্তরদাতা:'তা' জন্য মনে হয় গেছিলাম। মাথায় ব্যথা পাইছিল। মনে হয় যে হেইডাই মনে হয়। আমি তো হালায় দিই। প্রেসক্রিপশন লাগে না তো। ছিইড়া হেলায়ে দিই। আর ঐডা দরকারিডাই রাখি সবসময়।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। তো মেয়ের জন্য বলতেছেন এন্টিবায়োটিক দিছিল। আর হচ্ছে তিনচার ধরনের ঔষধ দিছিল।

উত্তরদাতা:তিন জাতের ঔষধ দিছিল। মাথাডা মানে মাথা উঠলেই মানে ---১৮:২০--- ঐ ধরনের ছোট ট্যাবলেটগুলো দিছিল। আর নাপা এস্টার এগুলা দিছিল।

প্রশ্নর্কতা:নাপা এক্সট্রা। হ্যা।

উত্তরদাতা:মিলায়ে দিছিল।

প্রশ্নর্কতা:মিলায় দিছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐযে এন্টিবায়োটিক দিছিল বললেন, এটা কিভাবে বুঝলেন এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:ঐযে রাতে একবেলা খাওয়ানো লাগে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এভাবে

উত্তরদাতা:অনেকগুলা ট্যাবলেট দেয়। সকালে আর রাতে। কিন্তু ঐডায় বুঝি যে আবার দামীও একপিস ঔষধের দাম পঁয়ত্রিশ টাকা। চল্লিশ টাকা। তাহলে এইডায় তো মুল্যবান ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ঐডা মনে করি এটা মনে হয় এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে বলতেছেন তাকে এন্টিবায়োটিক দিছিল আর তিন ধরনের ঔষধ দিছিল মনে করতে পারেন। এছাড়া আপনার জন্য আনছেন বললেন আবার?

উত্তরদাতা:আবার জন্য মনে করেন মাথা ব্যথার জন্য যেয়ে যেয়ে আনি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কতদিন আগে হবে?

উত্তরদাতা:এইতো পরশুদিন তো গেল নাকি না?

প্রশ্নর্কতা:পরশু দিন?

উত্তরদাতা:এক সপ্তাহ হবে না তো।

প্রশ্নর্কতা: এক সপ্তাহ হবে?

উত্তরদাতা: এক সপ্তাহ হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:কি মাথাব্যথার জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কয়টা ঔষধ নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতা:আবার এলার্জির ট্যাবলেটও দুইদিন আগে আনছি।

প্রশ্নর্কতা:দুইদিন আগে এলার্জির ট্যাবলেটও নিয়ে আসছেন? আচ্ছা। এলার্জির ট্যাবলেট কোনটা খান?

উত্তরদাতা:ঐ এটাও মেয়ের জন্য আনছি। মেয়ের চোখ চুলকায়।

প্রশ্নর্কতা: চোখ চুলকায়, এজন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আরসেট।

উত্তরদাতা:এইযে এটা আনছি তিনচার দিন আগে। আর এইযে আমি খাই এলার্জির ট্যাবলেট

প্রশ্নর্কতা:এটার তো নামই ইয়ে। নামই কাটা, কি প্লাস এটা। ফাইরাল, ফাইরা প্লাস। ফাইরা প্লাস। এটা কিজন্য বললেন?২০:০০

উত্তরদাতা:মাথাব্যথার জন্য গেছি। পরে দিয়া দিছে।

প্রশ্নর্কতা:মাথা ব্যথার জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা। গ্যাষ্ট্রিকের ট্যাবলেট দিছে আর এই ট্যাবলেট টা দিছে।

প্রশ্নর্কতা:এই

উত্তরদাতা:আর এটা এলার্জির ট্যাবলেট আমি খাই সবসময়।

প্রশ্নর্কতা:কি, রিজিন। এগুলা হচ্ছে আনছিলেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এই তিনদিন আগে বললেন কোনটা, মাথাব্যথার ঔষধটা।

উত্তরদাতা:এটা তিনদিন আগে আনছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আর এটাও দুইদিন আগে

প্রশ্নর্কতা:আর মেয়ের ঔষধ তাহলে?

উত্তরদাতা:মেয়ের ঔষধও মাসখানিক হয়বো।

প্রশ্নর্কতা:মাসখানিক হবে। মাসখানিক হবে, এখনো আছে।

উত্তরদাতা: মাসখানিক হবে না। আরো কম হবে।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ তো এখনো আছে।

উত্তরদাতা:ঐযে মেয়ের জন্য ঔষধ আনলে একদিন খায়লে আর একদিন খায়না। ঐ জোর জুলুমান্তি কইরা খাওয়ান লাগে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। একদিন খায়লে আর একদিন খায়না?

উত্তরদাতা:আর একদিন খায়না। ঔষধ মানে মাইরা ধইরা খাওন লাগে। বড় হয়লে কি হয়বো? এাইরা ধইরা খাওয়ান লাগে। খায়বার চায়না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে ঐখানে কি কি ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়? ....দার দোকানে?

উত্তরদাতা:ঐখানে মনে করেন টাইফয়েড থেকে ধইরা একদম সবকিছুর ঔষধ পাওয়া যায়। যদি উনি যদি না পারে, বড় কোন সমস্যা হয়ে গেলে উনি মনে করেন পরিক্ষা নিরীক্ষা দেয়। ঐ আবেদায় যাওয়া লাগে, সন্ধানী যাওয়া লাগে। আর যদি উনার হাতে রোগটা না ভালো হয়, উনি আবার এই স্যারের কাছে পাঠায়য়া দেয়। যে আমি পারবোনা। এই স্যারের কাছে চইলা যাও। অনেক মাইনষেরে বলে। আমারেও বলে। আরেকজনরেও বলে। আবার অন্য ম্যাডাম থাকলে অন্য ম্যাডামের কাছে পাঠায়য়া দেয়। যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ ম্যাডামের কাছে যান। মানে হে ভালো জায়গায় পাঠায়য়া দেয় তখন। নিজে চেষ্টা করে। না ভালো হলে ভালো জায়গায় পাঠায়য়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে সব ধরনের ঔষধই পাওয়া যায়।

উত্তরদাতা: পাওয়া যায়। সব ধরনের ঔষধই পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এই যে বলতেছেন এন্টিবায়োটিক। এন্টিবায়োটিক বলতে কোনগুলাকে বোঝাচ্ছেন? এন্টিবায়োটিক জিনিসটা কি একটু আমাকে বুঝায় বলেন।

উত্তরদাতা:মানে আমরা কিভাব বুঝি?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সেটাই।

উত্তরদাতা:এইযে মনে করেন এন্টিবায়োটিক ঔষধটা

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক কোনগুলোকে বলে, সেটাই বলেন।

উত্তরদাতা:পাউডার সিরাপ দেয়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ঐ পাউডার মনে করেন সাত চামচ পানি দিয়া বারো চামচ পানি দিয়া বা চার চামচ পানি দিয়া গুলায়ে ঐটা খাওয়ানো লাগে। ঐডাই তো আমরা মনে করি যে ঐটা্ই্

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটাই কাজ করবো বেশী।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আমি বলতে চাচ্ছি এন্টিবায়োটিক কি? এন্টিবায়োটিক ঔষধ তো বলতেছেন, ঐগুলা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এখন এন্টিবায়োটিক কি? কেন দেয়, এটা বলেন।

উত্তরদাতা:মানে কেন দেয়

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন এন্টিবায়োটিক আমরা ব্যবহার করি?

উত্তরদাতা:মানে ব্যবহার বেশী অসুস্থ হয়ে গেছি। এটা না খেলে উপায় নাই। এটা খাওয়াই লাগবো। এটা খেলে মানে শরীর অনেকটা সুস্থতা হয়ে যায়। এটার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি বলতেছেন, এন্টিবায়োটিক হচ্ছে বেশী অসুখ হলে দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর যদি হয়, শরীর সুস্থ হওয়ার জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতা:বেশী অসুস্থ থাকলে

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। কোন ধরনের অসুখের জন্য এন্টিবায়োটিক দেয় এবং কখন দেয়?

উত্তরদাতা:জ্বর, জ্বর থাকলে ঠান্ডা জ্বর। এটা  মধ্যে দেয়। তারপর টাইফয়েড হয়ে গেলে এটার মধ্যে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এটার মধ্যে দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ঔষধটা, এন্টিবায়োটিক ঔষধটা আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা: আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে, এটাতো সঠিক বলতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার কি ধারনা হয়? কিভাবে কাজ করে? এই এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা:মানে কিভাবে কাজ করে, দেখি অনেক ক্লান্ত থাকি। যখন এই ঔষধটা খাই, প্রায় ঘন্টা, দুইদিন তো তিনদিনের মাথাত তো এটা খায়তেই থাকি। তো তিন দিন না দুইদিনের মাথায় দেখি যে অনেক উপকার পাইছি।

প্রশ্নর্কতা:উপকার

উত্তরদাতা: উপকার পাইছি। তো মনে করেন তিনদিন খায়লে আর খাওয়া লাগেনা। এই তিনদিনই পুরা সুস্থ কইরা উঠায়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এন্টিবায়োটিক তিনদিন খায়লে পুরা সুস্থ হয়ে যায়।

উত্তরদাতা:সুস্থ করে। আবার যদি বেশী সমস্যা থাকে, তাহলে তো মনে করেন তিনদিনে আর কাজ হয়না। আবার যেয়ে আনন লাগে। আইনা সাতদিন খেলে আবার পুরাডা সর্ম্পুন ঠিক হয়। আবার সময়তে হয়ওনা। আবার এইডি লইয়া যাওন লাগে। যে দেহেন তো এইডি তো দিলেন। কাজ হয়লোনা। তহন আবার দেইখা হাইরা মনে করেন অন্য ঔষধ দেয়। দিলে আবার কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটা একটু বলেন যে এন্টিবায়োটিক কিনতে গেলে দোকান থেকে বা ফার্মেসি থেকে প্রেসক্রিপশন কি দেখানো লাগে?

উত্তরদাতা:হ্যা। দেখানো লাগে।

প্রশ্নর্কতা: দেখানো লাগে।

উত্তরদাতা: দেখানো লাগে।

প্রশ্নর্কতা যে ....দার কাছে যখন যান এন্টিবায়োটিক ঔষধ কিনতে। তখন প্রেসক্রিপশন দেখানো লাগে?

উত্তরদাতা:মানে উনি তো যেমন এই জায়গা থেইকা লেইখা দিছে আর ঐ সাইডে হের ভাই ব্রাদারের দোকান আছে। লগেই। এডজাষ্ট করা। তো আমরা যহন আপনি দিলেন, যেয়ে হে রে দিই। যে এইডা দাদা দিছে। ঔষধ দাও। তো হেরা দেইখা আবার ঔষধ মিলায়ে দিয়া দেয়।২৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে যখনই এন্টিবায়োটিক কিনছেন, তখনই প্রেসক্রিপশন দিছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। যেকোন ঔষধ শুধু এটা বরতে না, সব ঔষধের জন্যই যদি একটা দুইটাকার ট্যাবলেটও দেয়, তা ওএটা লিইখা দেয়। লিইখা দিলে ঐ জায়গায় নিয়া দেখাই। ঐ জায়গায় দেখায়লে পরে দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ঐযে যেখানে থেকে আনোয়ার ডাক্তার, আনোয়ার ডাক্তারের কাছ থেকে যখন ইয়া নেয়, সেও তো প্রেসক্রিপশন দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা দেয়। দিলে পরে দিয়া ফার্মেসি দেখাই। সাথেই তো।

প্রশ্নর্কতা:ওরাও কি প্রেসক্রিপশন দেখানো ছাড়া ঔষধ দেয়না?

উত্তরদাতা:না। আন্দাজে কি ঔষধ দিবো? ডাক্তারে কি ঔষধ লিখে দিছে, আমরা না দেখালে তো আর বলতে পারবেনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি যদি বলতে পারেন?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:মুখে যদি নামটা বলতে পারেন?

উত্তরদাতা:নাম বললে আবার দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা:নাম বললে দিয়া দেয়?

উত্তরদাতা:যেমন, এমবোক্স, বডিলেবু এগুলো বলতে পারি। দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা:এমবোক্স আর কি বললেন?

উত্তরদাতা:বডিলেবু।

প্রশ্নর্কতা: বডিলেবু?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: বডিলেবু বুঝি নাই। এটা কি?

উত্তরদাতা:এটাও একটা সিরাপই।

প্রশ্নর্কতা:বাচ্চার জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কিজন্য দেয়?

উত্তরদাতা:এটা ঠান্ডা কাশির জন্য।

প্রশ্নর্কতা: ঠান্ডা কাশির জন্য দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি আগে খাওয়ায়ছেন বাচ্চাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ( বাইরের কেউ - এর বাদে এজিন সিরাপ আছে)

উত্তরদাতা:এর বাদে এজিন

প্রশ্নর্কতা:এজিন সিরাপ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো কি সব এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:এটা এন্টিবায়োটিক। আর ঐটি হচ্ছে পানি। তেল জাতীয় সিরাপ। ঐযে সিরাপগুলি, এইযে বাচ্চার জন্য কয়েকদিন আগে আনলাম।

প্রশ্নর্কতা:বাচ্চার জন্য কয়েকদিন আগে আনছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কি হয়ছিল?

উত্তরদাতা:ঠান্ডা জ্বর।

প্রশ্নর্কতা:এখন কি অসুস্থ?

উত্তরদাতা:গলা বইসা যায়।

প্রশ্নর্কতা:এখনো কি ঔষধ খায়?

উত্তরদাতা:না। ঔষধ, এইযে ভালো হইয়া গেছে অহন আর খাওয়াইনা। ভরাই রয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:এখনো তো ভরাই তো আছে দেখি।

উত্তরদাতা:দুই চামচ তিন চামচ খাওয়ায়য়া মাফ হয়লে আর খাওয়াইনা। মনে করি যে এটা তো কাজ হয়ছে। আর বেশী খাওয়ায়লে লস হয়বো। এর লাইগা আর খাওয়াইনা।

প্রশ্নর্কতা:এমবোক্স আর হচ্ছে এটা ফুসেল। পিউরিয়াল, পিউরিসাল। পিউরিসাল সিরাপ। এমব্রোক্স হাইড্রো ক্লোরাইড। আচ্ছা, এগুলো তাহলে শেষ করেন নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:রেখে দিছেন?

উত্তরদাতা:দুইদনি না তিনদিন খাওয়াইছি। আর এইডা হয়লো পাউডার সিরাপ দিছিল, ঐারি সহ একসাথে খাওয়াইছি। ঐ পাউডার সিরাপ শেষ হয়য়া যায়গা। এইডি আর খাওয়ানো পড়েনা। ঐডির লগে শেষ করি আরকি। যেটুক খায়তে পারে।

প্রশ্নর্কতা: পাউডার সিরাপ কয়দিনে খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা: পাউডার সিরাপ সাতদিনের সাত চামচ পানি দিয়া

প্রশ্নর্কতা:সাতদিন খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর এইগুলা কতদিন আগে?

উত্তরদাতা:এগুলি প্রায় হয়বোনা সপ্তাহখানিকের উপরে হয়ে গেছে। এইডা আর খাওয়ানো যায়বোন।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোথা থেকে আনছেন?

উত্তরদাতা:এটা ডা:২৭ এর চেম্বার থেকে আনছি।

প্রশ্নর্কতা: ডা:২৭ এর চেম্বার থেকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:সে কি প্রেসক্রিপশন লিখে দিছিল? দেখায়ছিলেন নাকি ঐ চেম্বার থেকে নিয়ে আসেন শুধু?

উত্তরদাতা:না। ঐ উনি তো সবসময় বসেনা।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:আমি সকাল বেলা নয়টার দিকে যায়য়া উনার ভাইরে বলছি। উনার ভাই আবার আমার ছেলের বিষয়টা জানে। কি কি সমস্যা। ঐ উনার ভাই আবার মনে করেন আমি ডাক্তারে যেটা দিবো, উনার ভাই ঐটা মিলায়ে ওরে দিয়া দেয়। আমার ছেলের এলার্জি, রক্ত এলার্জির সমস্যা। আবার টনসিলের সমস্যা। ঐটা ডাক্তারের ভাই বিশেষ করে জানে। মনে করেন সপ্তাহর ভিতর দুইবার তিনবার যাওয়া পড়ে। তো এই রোগটারতো টার্গেটই থাকে যে এই রোগটার, এই রোগীটার কোন ঔষধটা দিলে কাজ করবে। তারজন্য মনে করেন অনেক সময় উনারে না পাইলে, উনি তো বিকালে আসে। এখন তো অনেক খারাপ হয়ে গেল। উনাদের দেখায়ে আইনা খাওয়াই। আল্লাহর রহমতে মাফ হইয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বাচ্চার জন্য যাই হোকনা কেন, আপনি ঐখানেই যান। কিন্তু সেটা হয়তো অনেক সময় ডা:২৭ এর সাথে দেখা হয় আবার অনেক সময় তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে আসেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তার ভাই তো আর ডাক্তার না।

উত্তরদাতা:ডাক্তার না। তারপরও মনে করেন ঔষধ যখন লেইখা দেয় আনোয়ার সাহেবে, তহন তো হেরা পড়তে পড়তে একটা মুখস্থ হয়ে যায়। যে কোন রোগীটার ঔষধটা, কোন রোগীটার কোন ঔষধটা দিলে এটা বুঝতে পারে। তারজন্য মানে হরা হেরকম ইয়া কইরা ঔষধটা মিলায়য়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে আপনি বলতেছেন, এটা এক সপ্তাহ আগে নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এক সপ্তাহ তো বললেন। না?

উত্তরদাতা:হ্যা। এক সপ্তাহর একটু বেশী হয়বো।

প্রশ্নর্কতা:বেশী হবে?

উত্তরদাতা:এই সিরাপ শেষ হয়য়া গেছে দুই তিনদিন আগে।

প্রশ্নর্কতা: দুই তিনদিন আগে। তার মানে তো এইযে দশ দিন বলা যায়?

উত্তরদাতা:দশ দিনই বলা যায়।

প্রশ্নর্কতা: দশ দিন বলা যায়। আচ্ছা। তো এরকম কি আপনার কখনো ইয়া হয়ছে যে কোন এন্টিবায়োটিক হয়তো এমব্রোক্স দিল। এটার বদলে আপনি আরেকটা চাইলেন। মানে যেটা আপনার ভালো লাগে আরকি

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:বা এন্টিবায়োটিক ঔষধ ধরেন ফাইমক্সিল দিল বা এরকম কিছু একটা দিল।

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেক সময় যেটা আমি আগে খাওয়াই, হেইডা টার্গেট থাকে। অন্য একটা দিতে লইলে কই ভাই, এইডা দিয়েন না। ঐডা দেন। ঐডা তো অরেকবার দিছিলেন। কয় ঐটা আরেকবার দিছিলাম। কই, হ্যা। পরে দিয়া দেয়।৩০:০০

প্রশ্নর্কতা:তো এটা কোন ঔষধটা, এন্টিবায়োটিক ঔষধটা, কোনটা আপনার বেশী পছন্দ? যেটা খেলে আপনার মনে হয় ঐটা ভালো হতে পারে বাচ্চার জন্য।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধটা এই জায়গায় লেখা আছে, আপা। আমার সঠিক মনে নেই।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোনটা আপনি চান আরকি ডাক্তারের কাছে। এইযে বললেন অনেক সময় আপনি চেয়ে চেয়ে নিয়ে আসেন।

উত্তরদাতা:ও একটা আনছিলাম। রোজার মাধ্যমে একটা আনছিলাম দুইশো পাঁচ টাকা দিয়া, দশ টাকা দিয়া। ঔষধটা কোন কাজ করে নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তারপরে আবার গেছি দুই তিনদিন পরে। যে ভাই, দিতে লইছিল ঐডাই আবার। ঐটা দেওয়ার পরে আমি কইলাম ভাই, ঐডাতো ভালোনা। ঐডাতো খাওয়াইলাম। কাজ করে নাই। এইডাতো দিছেনই। এখন ঐডা দেন। অন্য একটা দেন।

প্রশ্নর্কতা: অন্য একটা? এানে অন্য একটা বলছেন কিন্তু কোনটা সেটা আপনি নাম বলেন নাই?

উত্তরদাতা:না। আমি নাম বলি নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে হচ্ছে যেহেতু এটা কাজ করে নাই এজন্য বলছেন?

উত্তরদাতা:ওর বয়স কত জিজ্ঞেস করছে। পরে বলছি এই কয় বছর। পরে দিয়া মানে ধইরা পরে ঐটার সাথে যায়য়া পরে এটা মিলায়য়া পরে এটার সাথে দিছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এরকম কি আপনার আছে যে এই ঔষধটা খাওয়ালে খুব ভালো হয়। এরকম কোন ঔষধের নাম কি জানা আছে এন্টিবায়োটিক? যেটা আপনি বেশী পছন্দ করেন আরকি বাচ্চাকে খাওয়াতে। হয়তো এই অসুখ হলে এই ঔষধ খাওয়ালে ভালো হয়, এরকম কিছু?

উত্তরদাতা:মানে আগে অহন তো আল্লাহর রহমতে অনেকটা ভালো। আগে হের অনেক ঠান্ডা লাগতো। এই ঔষধের নামটা যে কি ছিল, এই দুইশো টাকা করে যে ঔষধটার নামটা কি? (কাউকে জিজ্ঞেস করলেন) এসিপ্টি নাজানি কি?( বাইরের কেউ - ঐযে দুইশো পাঁচ টাকা করে? এটা এজিট সিরাপ) এজিট।

প্রশ্নর্কতা:এজিট সিরাপ।

উত্তরদাতা:ঐটা সবসময় খাওয়াতাম আগে। ঐটা বেশী কাজ করেতা।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা বেশী কাজ করে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এজিট।

প্রশ্নর্কতা:এজিট। তার মানে কি, আপনার পছন্দ তাহলে এজিট। এজিট কিজন্য দেয়?

উত্তরদাতা:ঐযে ঠান্ডা।

প্রশ্নর্কতা:ঠান্ডা হলে?

উত্তরদাতা:ঠান্ডা প্রচুর। উমাশ ফেলতে পারেনা। আবার গ্যাস ব্যবহার করা লাগে।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। নি:শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, না?

উত্তরদাতা: নি:শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তো এরকম সর্বশেষ আরকি এন্টিবায়োটিক কার জন্য নিয়ে আসছেন? আপনি তো একটু আগে বললেন আপনার মেয়ের জন্যও নিয়ে আসছেন। আপনার নিজের জন্য, নিজের জন্য তো এন্টিবায়োটিক আনেন নাই?

প্রশ্নর্কতা:না। আর হচ্ছে

উত্তরদাতা:মেয়ের জন্য আর ছেলের জন্য আনছি।

প্রশ্নর্কতা:ছেলের জন্য। তার মানে সর্বশেষ আনছেন ছেলের জন্য এন্টিবায়োটিকটা?

উত্তরদাতা:হ্যা। এরপরে মেয়ের জন্য

প্রশ্নর্কতা:ঐযে দুইদিন আগে শেষ হয়ছে বললেন।

উত্তরদাতা:মেয়ের জন্য আবার কয়দিন আগে আনছি। রোজা

প্রশ্নর্কতা:এখন একটু বলেন যে, এন্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়ানোর পরে আপনার কেমন লাগছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়ানোর পরে মানে

প্রশ্নর্কতা:খুশি হয়ছেন কিনা

উত্তরদাতা:হ্যা। ভালো লাগছে।

প্রশ্নর্কতা:আপনার অনুভুতিটা জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতা:হ্যা। ভালো মানে ভালো পর্যায়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: ভালো পর্যায়ে, কেন ভালো মনে হয়ছে এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা: ভালো মনে হয়ছে, বাচ্চা ছটফট কইরা হাঁটতে পারতেছে। একটা জিনিস খায়তে চায়তেছে। আর যখন অসুস্থ হয়, তখন তো কিছুই খায়না। আরো আমার সাথে ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকে। মাইয়াও কান্দে ঘরে বয়য়া। ভালো লাগেনা। মাগো বাবাগো খোদাগো ডাকে। তখন মনে করেন যখন ভালো হয়ে যায় তখন তো আর আল্লাহরে ডাকিনা। বিপদে পড়লে না আল্লাহকে

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আর মাকে তো ডাকলে সময় বুইঝা ডাকি। আর অসুখ হলে মনে করেন মাগো, আম্মা এটা হয়তেছে, ও মা এটা হয়তেছে। অস্থিরতা ভাবে কথা বলে। তখন বুঝি যে সে অসুস্থ থেকে মুক্ত হয়ছে মানে ঔষধ খাওয়ানোর কারনে।

প্রশ্নর্কতা:ও। তার মানে আপনি যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ যে দুই ভাইবোনকে খাওয়ালেন। মানে আপনার দুই ছেলে মেয়েকে। তাহলে আপনার ভালো লাগছে?

উত্তরদাতা:হ্যা, ভালো লাগছে।

প্রশ্নর্কতা: ভালো লাগছে।

উত্তরদাতা:অহন ভালো হয়ে যায় ছেলে সাধারনত ভালোই লাগে। ভালো না হয়লে না বকাও দিতাম। দুর, কি দিল, শয়তান বেডারা। কাজ হয়লোনা। আবার যাওয়া লাগতেছে। কতগুলো টাকা নষ্ট। আরো তো অইনা খাওয়াইছি, ভালো হয়য়া গেছে। ভালো হইয়া পোলাপাইন নড়াচড়া করতেছে। আবার যাওয়াডার কষ্টটাও ভালো হয়ছে তার জন্য খুশি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। মানে সবদিক দিয়ে ভালো লাগে আরকি।

উত্তরদাতা:লাগে।

প্রশ্নর্কতা:যদি এন্টিবায়োটিক ঔষধটা খাওয়ানোর পর সুস্থ

উত্তরদাতা:কাজ না করলে তো মনটা খারাপ লাগে। মনে করেন এতগুলি টাাক দিয়ে জিনিসটা আনলাম। কাজ করলোনা। অহন আবার কোত্থেকে টাকাটা গুছায়? এরকম মনের ভিতর থাকে। আবার মনে করেন আবার যামু, আবার যায়য়া আবার কতগুলি টাকা ঔষধ দেয়, টেনশন থাকে। আর ভালো হয়ে গেলে তো এই টেনশনটা থাকেনা যে টাকাটা দিয়ে আনলেও মানে ভালো লাগে যে , না ,আমার এই টাকা দিয়া আইনা জিনিসটা আমি ভালো পাইছি। এরকম মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এরকম কি কখনো হয়ছে যে ঐ ঔষধটা খাওয়ানোর পরে দুইজনই সুস্থ হয়ছে এখন?

উত্তরদাতা:হ্যা, দুনোজনই সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে আপনার মেয়েও হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা খাওয়ানোর পরে সুস্থ হয়ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। সুস্থ হয়ছে। মানে সবগুলা ঔষধ মিক্সিং কইরা খাওয়ানোর পরে ভালো। ঐ মাইয়া দুইদিন খাযয়া আর খায় নাই। পরে আবার মাইরা ধইরা তিনদিনের মাথাত খাওয়াই। আবার খায়য়া মনে থাকেনা। আবার চার পাঁচদিন পরে খাওয়ানো লাগে। মানে মাইয়ার ঔষধ আনলেও আবার খাওয়াইয়া শেষ দিই।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু একদিন দুইদিন পরপর খাওয়ায়ছেন।৩৫:০০

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু তাও সুস্থ হয়ছে?

উত্তরদাতা:সুস্থ হয়ছে। ঐযে এক দানা খেয়ে ভালো হয়ে গেছে। অহন আর এটিরে চিনেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। একটা খেয়ে ভালো হয়ে গিয়ে আর ঔষধ খায়তে মন চায়না?

উত্তরদাতা:আর ঔষধের কথা মনেই থাকেনা। শরীর তো অহন ভালাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো কখনো কি এরকম হয়ছে, ঔষধটা পরবর্তীতে খাবো, যদি এই অসুখটা আবার হয়, এই ঔষধটা আবার খাবো, এই চিন্তা করে কোন ঔষধ রেখে দিছেন বাসায়

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে ধরেন এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা:না। এরকম কোন চিন্তা কইরা ঔষধ রাখিনা।

প্রশ্নর্কতা:এরকম কোন চিন্তা

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন কখনো যে যেহেতু মিস যায় খায়তে গেলে একদিন দুইদিন এরকম মিস যায়। তাহলে কি ঐ

উত্তরদাতা:থাকলেও যদি মনের ভুলে থাকে, ঐডা ফালায়য়া দিই। খায়য়া আবার কোন বিপদে পড়মু।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:খায়য়া আবার যদি বিপদে পড়ি। ডাক্তার দেখায় আইনা খাওয়ানোই এক ভালো। আবার সময়তে দেখা গেছে ঔষধটা আমার কাজ লাগছেনা। যদি আবার সুন্দরভাবে রাখি যত্নশীল কইরা রাখি। জিনিসটা নিয়া গেলে অন্য কোন ঔষধ আবার আনা যায়।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। তার মানে কি আপনি এইযে যদি এখন যেহেতু এটা আছে। খায় নাই। আপনার লাগে নাই।

উত্তরদাতা:এটা যদি ভালো

প্রশ্নর্কতা: এটা ফেরত দিতে পারেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এই ঔষধটা যদি এহন ভালো থাকতো, এই দাগ মাগ না পড়তো, গুতা না লাগতো তাহলে এই ঔষধটা নিয়া গেলে সুন্দর ডিজাইন কইরা কাইটা, আমারে আবার অন্য ঔষধ দিয়া দিতো। এটা .... দাদার দোকানে।

প্রশ্নর্কতা: ..... দাদার দোকানে এরকম করে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তা এরকম করছিলেন আগে? হয়ছিল?

উত্তরদাতা:অনেক সময় থাকে।

প্রশ্নর্কতা:করছিলেন তার মানে এরকম?

উত্তরদাতা:হ্যা। যাই। যে ভাই , ঔষধটা তো রয়ছে। গ্যাপ পইড়া গেছেগা। কতদিন, অহনতো খাই নাই। রাইখা দেয়। রাইখা ঐ মাথা বিষের ট্যাবলেট দিয়া দেয়। নয়তো এলার্জির, গ্যাষ্ট্রিকের ট্যাবলেট টা বেশী আনি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:পুরা দাম না দিক, মনে করেন বিশ টাকা লইয়া গেলাম। আমারে দশ টাকার ঔষধ দিলেই আমার লাইগা অনেক।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:হেইরকম কইরা নিয়া আসি আরকি। এটার কয়টাকা মুল তাতো আর যাচাই করতে যাইনা। আবার দুইটা সিভিট আমার বাচ্চারে দিয়া দিল, এটাই আমার যথেষ্ট। কারন নিতাছে, এটাইতো বেশী। না নিলে জোরের আছিলনা।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। যদি না নেয়, তখন ঔষধগুলোকে কি করেন?

উত্তরদাতা:না নেয়ার মতো ঔষধ নাই। এত ঔষধ আনি না তো। তিনদিনের ঔষধ আনি বলি না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তিনদিনের আনলে তো তিনদিন খাওয়া পড়েই যায়। এরজন্য সাতদিনের ঔষধ আনিনা। কম। যদি দেখি একটু মানে অতোটা  সুস্থ হয় নাই। তহন যায়য়া আবার দুইদিনের ঔষধ আইনা পাঁচদিন খাই আরকি। মানে ফেলানো যায়না। ঐ নাপা এস্টার নাপা এস্টার বেশী আনলে ঐ দেখা যায় আমার মাথা ব্যথা উঠলো, খেয়ে ফেলাই।

প্রশ্নর্কতা:মাথা ব্যথা উঠলে নাপা এক্সট্রা খান?

উত্তরদাতা:খেয়ে হেলাই। খায়লে মনে করেন ব্যথাটা ভালো হয়ে যায়। এইডা আর ফেলানো যায়না। ঐডা একটু হেচি মেচি  দিলাম, নাক টাক কামড়ালো, ঐডা একটু গ্যাষ্ট্রিকের ট্যাবলেট দিয়া এইডা খায়লে অনেকটা হালকা হয়ে যায়। এটা আর ফেলানো যায়না।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা বলেন যে এন্টিবায়োটিক ঔষধের বলেন বা অন্য কোন ঔষধের এক্সপায়ার ডেট থাকে, মেয়াদ থাকে। মেয়াদ, ডেট লেখা থাকে, এরকম কিছু শুনছেন? ঔষধের গায়ে মেয়াদ থাকে, এক্সপায়ার ডেট, এরকম কিছু?

উত্তরদাতা:এইডা শুনি যে ডেট থাকে। ডেট ওভার হয়ে গেলে খাওয়া যায়না। তো ঘরে যে ঔষধ টা থাকে, হেই ঔষধটা আমরা বেশী খাইনা। কারন দুইটাকা বাচায়তে গিয়া আবার দেখা গেছে চার টাকা যায়বো গা। তার জন্য আর খাইনা বেশী। ঐ নাপা এস্টারটাই,

ডাক্তারও কয়, এইটা ঘরে নিয়া রাখলে কোন সমস্যা নাই। এটার এত সাল, এত ইয়া মেয়াদ আছে। তার জন্য মানে এটা একটু, মানে এতদিন তো আর যায়না। দুইমাস পনের দিনে বা এক দেড় মাসের মধ্যে খাওয়া হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এক দেড় মাসের বা দুই মাসের বেশী আপনি ঔষধ রাখেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আর তেমন ঔষধ আনিও না। অপচয় করার মতো ঔসধ আনিনা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি ডেট সর্ম্পকে জানেন ঔষধের যে ডেট থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তার জন্য মানে আমি বেশী আনিনা। অল্প করেই আনি। যাতে লাগলে যায়য়া আবার কালকে যায়য়া আনতে পারমু, হেই অনুযায়ী ঔষধটা আনি। ঘরে রাহি, সময়তে বাচ্চা নষ্ট করে হেলায়লো। তাহলে তো আর নিবোনা ঔষধ। তার জন্য অতো বেশী ঔষধ আর আনিনা। ঐযে বললাম না সাতদিনের দিলে তিনদিনের আনি। আর চৌদ্দ দিনের দিলে ছয়দিনের বা সাতদিনের আনি। এর বেশী আনিনা।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম করেন কেন সেটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:ঐযে এরকম করি। ভালো হয়ে যায়। ভালো হয়ে গেলে তো আর দরকার মনে করিনা। এটার জন্যই।

প্রশ্নর্কতা:তো এগুলো বেশী আনছেন কেন? এইযে মেয়ের ঔষধগুলো?

উত্তরদাতা:এটা বেশী আনছি কেন, মেয়ের চোখ দিয়ে পানি পড়তো। চুলকায়তো। পরে গিয়া দাদারে বললাম যে দাদা, মেয়েরতো চোখ দিয়া পানি পড়তেছে। ঐযে বলিনা, খায়না ঔষধ। ঐ চুলকানির চারটা খায়ছে। খায়য়া ভালো হয়ে গেছে, আর খায়না। এটার কথা মনেই করেনা অহন। ঐ আবার যখন চোখ চুলকায়তো তখন কয়বো মা, চোখ চুলকায়। ডাক্তারের কাছে লইয়া যাও। ডাক্তারের কাছে লইয়া যাও। তখন আবার মেয়ের আবার চোখের সমস্যা, নাকের হাড্ডি আবার বাঁকা আছে। তার জন্য মেয়ের চোখ অনেক সময় ইনফেকশন হয়ে যায়। ঐযে আবার মনে করেন ঐ ডাক্তাররে মানে দুইবার দেখায়ছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: ডা:২৭?

উত্তরদাতা:না। ঐযে আপনার নতুন বাজার, হাসান ক্লিনিক

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:সেই জায়গায় বসে। ....ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: .... ডাক্তার।

উত্তরদাতা:হ্যা। উনারে দেখায়ছিলাম দুইবারই এই সমস্যার জন্য। চোখ দিয়ে পানি পড়ে দেইখা। তো আবার মনে করেন ঐ প্রেসক্রিপশনের খোসা আছে, এটা লইয়া গেলেই আবার ঐ নাক দিয়া টান দেওয়ার জন্য নিয়াশ নেওয়ার জন্য কি একটা মেডিসিন, এটা দেয়। আর ট্যাবলেটের সাথে মিলায়ে দিলেই খায়লেই এই সমস্যাটা যায়গা। নাকের মাঝে মানে ভেইজ্যা থাকে যেমন নাক দিয়ে উমাশ ফেলতে পারেনা।

প্রশ্নর্কতা:নি:শ্বাস নিতে পরেনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। তো ঐ জায়গায় তো অনেক সময় নিয়ে যাই মানে এই সমস্যাটার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:নাকের সমস্যার জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম কি কখনো মনে হয়ছে যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়ালে আমাদের শরীরে কোন ক্ষতি হতে পারে? বা কোন ধরনের সমস্যা

উত্তরদাতা:ক্ষতি হতে পারেনা আবার ক্ষতি হয়তেও পারে। কারন এই সিরাপটা খাওয়ালে তো শরীর দুর্বল হয়ে যায়। কারন এই জিনিসটা তো অনেক পাওয়ারি জিনিস না?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:দুর্বল হয়ে যায়। অহন কি করমু? মনে করেন দুর্বল হলেও তো আরেক দিক দিয়া সুস্থ হয়তেছে। ঐডা মনে কইরা খাওয়াই আরকি। না খাওয়ালেও তো উপায় নেই।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনার মতে হচ্ছে এইযে ইয়া হচ্ছে পাওয়ারের একটা ঔষধ থাকে, এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা খাওয়ালে তো শরীর এমনি দুর্বলতা হয়। দুর্বলতা হলেও তো এটা খাওয়ান লাগে। না খাওয়ালে তো আর উপায় নেই।

প্রশ্নর্কতা:শুধু দুর্বল হয়?

উত্তরদাতা:এটা ছাড়া আবার বাঁচন?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এটা যতক্ষন না আইনা খাওয়ামু অতক্ষন আর

প্রশ্নর্কতা:সুস্থ হয়না।

উত্তরদাতা: সুস্থ হয়না। এই যে আমার ছেলের মনে করেন একশো সাত ডিগ্রি জ্বর হয়। হিচকানি উইঠা একদম মরার পথে থাকে। নীল হয়ে যায়। পাও আর ঠান্ডা বরফ হইয়া যায় শরীর। মাথা আগুন হইয়া যায় মানে মাথায় জ্বর উইঠা যায়। তখন পাও হাত বরফ হইয়া যায়। ও আমার ছেলের অনেক অসুখ ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আপনারা ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতালেও আমি গেছি আমার ছেলেরে নিয়া। এখানে আছে পায়খানা পরীক্ষা করাইছিলাম, দেখেন, ভালা। পায়খানা পরীক্ষা করাইছিলাম প্রায় আষ্টশ টাকা নাকি কত টাকা নিছিল আমার ছেলের পায়খানা পরীক্ষাডায়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এইযে আইসিডিডিআরবির প্রেসক্রিপশন

উত্তরদাতা:ঐ স্যারই পাঠায়ছিল।

প্রশ্নর্কতা:কি জ্বরের কারনে?

উত্তরদাতা:হ্যা। জ্বর উইঠা মানে একশো সাত, আট মানে হিচকানিটা মইরাই যায়। মানে নাই ----৪২:৪৯--  ।

প্রশ্নর্কতা:এই যে দুই হাজার চৌদ্দ সালে?

উত্তরদাতা:হ্যা। পরে দিয়ে এই জ্বরের জন্য ঐ জায়গায় পাঠায়ছে। মানে পায়খানাটা পরীক্ষা করো। কত ঔষধ খাওয়াই। তারপরও কোন কাজ কাম হয়না। ঐ জায়গায় যাওয়ার পরে ঐ জায়গায় ডাক্তারে দেইখা পরে একটা সুই আছে তিনশো টাকা কইরা। ঐ সুইটা দিছে। পরে সাতটা সিরাপ দিছিল, এন্টিবায়োটিক সিরাপ। প্লাষ্টিকের বোতল। এটা মনে করেন সাতটা সিরাপ খাওয়াইছি।-------৪৩:১৫-- পরে আল্লাহর রহমতে এখন জ্বরটা কম।

প্রশ্নর্কতা:এখন জ্বর কম?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এখন তো সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা: এখন সুস্থ আছে। মানে আগের মতো জ্বর না। আগে তো

প্রশ্নর্কতা:এটাতো দুইতিন বছর আগে হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা। মনে করেন দুইতিন বছর আগে হবে তারপরও মনে করেন জ্বর মানে সপ্তাহর ভিতর দুইদিন থাকতো, চারদিন পাঁচদিন জ্বরই থাকতো আমার বাচ্চার।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তারপরে এলার্জির সমস্যার ট্যাবলেট খাওয়াইছি প্রায় বছর দুইবছর। ট্যাবলেটটির নাম টুকিন

প্রশ্নর্কতা:হ্যা?

উত্তরদাতা:টুকিন।

প্রশ্নর্কতা:তুকিন?

উত্তরদাতা:উমা। টুকিন

প্রশ্নর্কতা:উমা, ডাক্তারের নাম?

উত্তরদাতা:না। ট্যাবলেটের নাম। ছেলেরে দুই আড়াই বছর, ভালো হওয়ার জন্য ট্যাবলেটগুলি খাওয়াইছি। নাই এহন। ফেলায়য়া দিছি। ঐডার ভিতর কাগজটাত লেখা আছে ট্যাবলেটগুলোর নাম। প্রায় দুই বছর আড়াই বছর খাওয়াইছি প্রতিদিন সকালে একটা। দিনে দুইবেলা দুইটা খাওয়াইতাম এলার্জিটা ভালো হওয়ার জন্য। ঐযে এলার্জির পরীক্ষাও আছে এই জায়গায় কত

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, কি কোথায় এলার্জি ছিল?

উত্তরদাতা:মানে ঠান্ডার সমস্যার এলার্জি।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা।

উত্তরদাতা: রক্তর সাথে কানেকশন। মানে এলার্জির জন্য হের প্রচুর ঠান্ডা লাগতো। দিনে হে রে আমার চারবার লইয়া যায়তে হতো গ্যাস দেওয়ার  জন্য। বইসা দুই বেলা দিয়ে আইতাম আধাঘন্টা পরপর। আবার দুপুরবেলা যায়য়া দুইবেলা দিতাম বইসা আধাঘন্টা পরপর আবার রাতে লইয়া যায়তাম বইসা দুইবেলা আধাঘন্টা পরপর দিতাম। মানে ছেলেরে নিয়ে।

প্রশ্নর্কতা:এখন তো সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা:এখন আল্লাহর রহমতে অনেক সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনারা তো হাঁস মুরগি কিছু পালেন না গরু?৪৫:০০

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এগুলোরও অসুখ হয়। অসুখ হলে কি ঔষধ দিতে হবে এগুলো তো আপনার জানা আছে?

উত্তরদাতা:আমার জানামতে নাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার জানামতে নাই, না? তাহলে এটা একটু বলি যে এন্টিবায়োটিক তো , এতক্ষন এন্টিবায়োটিক নিয়ে কথা বললাম। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের াম শুনছেন? জানেন কিনা এই বিষয়টা?

উত্তরদাতা:না। শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা:এটা শুনেন নাই, না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক শুনছেন কিন্তুএন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জানেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ধরেন এইযে ডাক্তাররা কোর্স দেয়, একটা সাতদিনের কোর্স বা চৌদ্দ দিনের কোর্স একমাসের কোর্স। এভাবে কোর্স শেষ না করে যদি শেষ না করি তাহলে কোন কিছু হয় কিনা?

উত্তরদাতা:মানে ঐ ঔষধগুলো খায়য়া হারলে কিছু খারাপ হয় কি না হয়?

প্রশ্নর্কতা:না না। ধরেন ডাক্তার আপনাকে এইযে এন্টিবায়োটিক বলেন আর নরমাল ঔষধ বলেন ঔষধ যে দিল আপনাকে। ধরেন এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এন্টিবায়োটিক ঔষধ আপনাকে সাতদিনের দিল। কিন্তু আপনি তিনদিনের খাওয়ালেন। ঐযে যেটা বলছিলেন তিনদিন খাওয়ার পরে কোনকিছু হয় কিনা?

উত্তরদাতা:হয় কিনা।

প্রশ্নর্কতা কোন ধরনের সমস্যা হয় কিনা।

উত্তরদাতা:না। এমনে কোন সমস্যা হয়না।

প্রশ্নর্কতা:এমনি কোন সমস্যা হয়না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু আপনার কি মনে হয় এইযে ডাক্তার যে কোর্স একটা দেয়, এই সাতদিনের কোর্স, সাতদিনের এন্টিবায়োটিক কোর্স। এটা যদি শেষ না করেন  তাহলে কোন ধরনের কি শরীরে কোন সমস্যা হবে ঐ রোগীর?

উত্তরদাতা:মানে সাতদিন না খায়লে কোন সমস্যা হয় কিনা?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:না। এরকম সমস্যা দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি দেখেন নাই। কিন্তু জানেন কিনা এটা?

উত্তরদাতা:না। বিশেষ কইরা জানিও না।

প্রশ্নর্কতা:বিশেষ করে জানেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন কারন ডাক্তারতো বুঝে দিছে না যে সাতদিনের ঔষধ পাঁচদিনের ঔষধ খায়তে হবে। এইযে বললেন ওরে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা খাওয়ায়ছেন সাতদিনে। একটু আগে বললেন না বাচ্চাটার ঔষধ খাওয়ায়ছেন কিন্তু এগুলো খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এইযে সাতদিনের ঔষধ যে খাওয়ায়ছেন, এইযে সাতদিনের ঔষধ যদি শেষ না করেন তাহলে কোন ধরনের সমস্যা হবে কিনা? ঐ রোগীর আরকি রোগীর?

উত্তরদাতা:সমস্যা হবে কিনা জানিনা। কিন্তু ঔষধটা থাকলে খাওয়ায়লে ঐটা ভালো।

প্রশ্নর্কতা: খাওয়ায়লে ভালো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:খাওয়ালে মনে করেন জিনিসটা একবারে বুকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এটাতো মেইন হয়ছে ঠান্ডাটার জন্যই তো ঔষধটা বেশী দেয়। তার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি বলতেছেন যে যদি খাওয়ান তাহলে পুরা ভালো হতে পারে। আর যদি না খাওয়ান?

উত্তরদাতা:না খাওয়াই তাহলে মনটা একটা দুতমুত থাকে। আবার অনেকে কয়, ঔষধ সব না খাওয়ায়লে আবার দুইদিন পর অসুখ হয়বো। হেইডা কয়।

প্রশ্নর্কতা:হেইডা কয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোথা থেকে শুনছেন?

উত্তরদাতা:এটা আমার শ্বশুর কইতো।

প্রশ্নর্কতা: শ্বশুর কইতো যে ডাক্তার যতগুলো ঔষধ

উত্তরদাতা:তোমরা সবডি ঔষধ খাওনা ক্যা? একটু খায়য়া ভালা হও, পরে আর তোমরা খাওনা। দুইদিন পরে তো আবার অসুখ হয়বো নে। এইডা ভিতর থেকে রোগডা ভালো হয়না। এইডা আমার শ্বশুরের কথা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে ডাক্তার যে ঔষধ দেয়, এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলা, এগুলা শেষ না করলে এরকম সমস্যা হয়। আবার রোগটা দেখা দেয়।

উত্তরদাতা:এটা বলে আমার  শ্বশুর।

প্রশ্নর্কতা:এটা শুনছেন, না?

উত্তরদাতা:কিন্তু এটা কোন সময় দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোন সময় দেখেন নাই কিন্তু এটা শুনছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম ধরেন তার মানে হচ্ছে শেষ না করলে সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা। পরে  যেমন আবার দুইতিনদিন পরে পনের দিন পরে অসুখ হয়। ঐযে কইছিলাম নি, তোমরা সবডি ঔষধ খাওয়াও, খাও। ঐযে একটু খাওয়ায়ছো, আবার অসুখ দেখা দিছে। এরকম কইতো আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এরকম সমস্যা হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:যদি আমি পুরা এন্টিবায়োটিক কোর্সটা শেষ না করি এরকম সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এগুলা শুনছেন হচ্ছে আপনার শ্বশুরের কাছ থেকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনি কি কখনো নিজে কি দুশ্চিন্তা করছেন কিনা করেন কিনা যে যদি এইযে আমাকে দিছে ডাক্তার সাতদিনের। আমি খাওয়াইলামনা পুরা সাতদিন, মাত্র তিনদিন খাওয়াইলাম। যদি আবার এই রোগটা আবার হয়, এরকম চিন্তা করেন কিনা?

উত্তরদাতা:না। এরকম টেনশন হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার এরকম টেনশন হয় নাই?

উত্তরদাতা:ঐটা আমার শ্বশুরের মুখের কথা আরকি। যে তোমরা ঔষধ থুইয়া দাও, দুইদিন পরে আবার অসুখটা আইবো। ঔষধটা ভালো হও নাই, একটু ভালো হয়ছো, ঔষধ আর খামু না। এটা আমার শ্বশুরের কথা আরকি।

প্রশ্নর্কতা:শ্বশুরের কথা। কিন্তু আপনি এটা বিশ্বাস করেন না?

উত্তরদাতা:না। এটা আমার বিশ্বাস হয়না। যে অসুখ আইলে তো আইবোই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। অসুখ আইলে এমনিই আইবো? আচ্ছা। এইযে আপনার মেয়েকে বললেন যে, কিছু দিন আগে পুরা একপাতা ঔষধই অর্ধেকের বেশী একটা বেশী বাকী আছে। ঔষধ পুরা খায় নাই।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে কোর্স পুরা খায় নাই

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি যদি ঠিকমতো এনে থাকেন, ডাক্তার যতগুলি বলছিল তো এটা কি কখনো মনে হয়ছে যে ওর আবার এই সমস্যাটা দেখা দিতে পারে? যেহেতু আপনি কোর্স পুরা করেন নাই?৫০:০০

উত্তরদাতা:ঐ ওরে ডর দেখাই আরকি আবার দেখা দিবো।

প্রশ্নর্কতা:আপনি ডর দেখান?

উত্তরদাতা:হ্যা। তাও হে খায়না।

প্রশ্নর্কতা:তাও খায়না।

উত্তরদাতা:পরে আবার এইদিন চুলকায়তেছে, আমি কই ঔষধ আইনা দিই, আর আইনা দিতামনা। ঐযে কতগুলো ঔষধ ফেলায়ে দিছস। আর ঔষধ আইনা দিমুনা। চুলকাইয়া মইরা যা।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন এইযে যদি এরকম সমস্যা হয়ে থাকে, আপনার কথামতো। যদি রোগটা আবার হয়ে যায়, তো এরকম যেন নাহয় এটার জন্য কি করতে হবে?

উত্তরদাতা:এরকম যেন না হয়

প্রশ্নর্কতা:এরকম সমস্যা যেন না হয় আরকি ভবিষ্যতে।

উত্তরদাতা:তাহলে ঐ সবডি খাওয়া লাগবো।

প্রশ্নর্কতা:সবটাই খাওয়া লাগবো?

উত্তরদাতা: সবটাই খাওয়া লাগবো যদি আমার শ্বশুরের কথামতো হয়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, শ্বশুরের কথামতো যদি চিন্তা করেন আরকি যে

উত্তরদাতা:তাহলে সবটাই খাওয়া লাগবো।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ধরেন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতেছি, এটাতো আপনি ইয়া করতেছেন, শুনেন নাই বলতেছেন। কিন্তু ধরেন কোর্স পুরা শেষ না করলে আপনি বলতেছেন কিছু হয় নাই। কিন্তু আপনি শুনছেন, আপনার শ্বশুর হচ্ছে বলছে এরকম কিছু হয়।

উত্তরদাতা:হ্যা। আমার শ্বশুর সবসময়, আমার শাশুড়িও যদি একটু ঔষধ খায়য়া ভালো হয়ে গেছে, আর খায়তোনা। কয়, তোগোর অসুখ আবার দেখা দিবো। তোরা সব ঔষধ খাস না। গরীব মানুষ আমরা। একটু ভালো হলেই মনে করি ভালো হয়ে গেছিগা।

প্রশ্নর্কতা:তো কেন মনে হয় এটা যে আমাকে সাতদিনের ঔষধ দিছে, আমি মাত্র তিনদিনের খাইলাম।

উত্তরদাতা:ঐ শরীরটা ভালো হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে তখন এইযে ঔষধগুলো বাকী থাকলো, এই ঔষধগুলোকে তখন কি করবেন? কিনে তো আনছেন। গরীব মানুষ। টাকা দিয়ে তো কিনে আনছেন

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাও তো খায়লেন না।

উত্তরদাতা:পঞ্চাশ টাকা নিছে ঔষধগুলি। এই দশটা ট্যাবলেট।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:অহন এইযে আমি এই কারনে অল্প করে আনি।

প্রশ্নর্কতা:এই কারনে অল্প করে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। মাইয়ার লাইগা উর্দ্ধে হলে আমি দুইদিনের ঔষধ আনি। লাগলে বেশী খারাপ

প্রশ্নর্কতা:এইযে এটাতো বেশী নিয়ে আসলেন।

উত্তরদাতা:বেশী খারাপ থাকলে আবার একটু বেশী আনি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এরকমই করেন আরকি। এরকম কখনো তার মানে ইয়ে হয় নাই যে যেমন মেয়ের এরকম মিস গেছে। কয়েকদিনের গ্যাপ গেছে ঔষধ খাওয়ায়তে। ওর কখনো গ্যাপ যায় এরকম?

উত্তরদাতা:ওর মনে করেন ঐ পাউডার সিরাপটা একবারেই গ্যাপ যায়না।

প্রশ্নর্কতা:একবারে গ্যাপ যায়না?

উত্তরদাতা:না। ঐডা আমি পাড়ায়ে ধইরা হলেও খাওয়াইয়া উডায়।

প্রশ্নর্কতা:কেন এটা কেন?

উত্তরদাতা:এটা মানে আমার খাওয়ানো লাগে, মনে থাকে। আর মেয়েরটা তো আর আমি খাওয়াতে পারিনা। ওরে কই, খা। পরে দিয়ে ঘুইরা আইয়া খায়না। পরে তো আমারো মনে থাকেনা। তখন আর খাওয়া হয়না। আর ওরটা তো আমার হাতে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:হাতে থাকে এজন্য?

উত্তরদাতা:আমার টাইম মতে খাওয়ান লাগে।

প্রশ্নর্কতা:এজন্য আপনি এটা বাদ দেননা?

উত্তরদাতা:হ্যা। আর এইযে এইডি খাওয়াতে লইলে আবার চিল্লাপাল্লা করে। কই থাক, পাউডার সিরাপ তো শেষ, অসুখও তো ভালো হয়ে গেছে। যাক, এইডা আর খাওয়ালামনা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা আর খাওয়ান না?

উত্তরদাতা:ঐ কান্নাকাটি করে।

প্রশ্নর্কতা:পাউডার সিরাপটাই কেন খাওয়ান?

উত্তরদাতা:পাউডার সিরাপটা খাওয়াই। এটা দামী। এটাতো সব কার্যকার হবে। এই কারনে খাওয়াই আরকি। কাজ করে বেশী।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ঐটাই কি এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা, এটাই মনে করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষধ এই জিনিসটা বোঝেন কিভাবে আর একবার বলবেন?

উত্তরদাতা:মানে জিনিসটা বুঝি কিভাবে, যদি পাউডার সিরাপ দেয়, তখনই মনে করি যেএটা দামী ঔষধটা। এটাই মনে হয় এন্টিবায়োটিক। তখন এটাই মনে কইরা মানে বেশী গুরুত্ব কইরা খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে যখন

উত্তরদাতা:আর এটাতো সাতদিনের বেশী খাওয়ানো যায়না। এটাতো বলে দশদিনও খাওয়ানো যায় কিন্তু ঐটাতো সাতদিনের বেশী খাওয়ানো যায়না।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তারজন্য এটা মানে

প্রশ্নর্কতা:গুরুত্ব

উত্তরদাতা:গুরুত্বর্পূন করে খাওয়াই। এটাই।

প্রশ্নর্কতা:একটু আগে বলছিলেন শুরুর দিকে। যে একদিনের ঔষধ যেটা দেয়, দিনে একবেলা যেটা খাওয়ানো লাগে ঐটা

উত্তরদাতা:ঐডাতো হয়ছে ট্যাবলেট বড়দের জন্য। ঐটা মনে করেন রাতে একবেলা।

প্রশ্নর্কতা:ঐগুলো কি এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো কি সবসময় এভাবে খাওয়াতে হয়?

উত্তরদাতা: এভাবে খাওয়াতে হয়। বাচ্চাদের ঔষধ রয়ছে এন্টিবায়োটিক, এটা হয়ছে দুইবেলা।

প্রশ্নর্কতা:আর বড়দের?

উত্তরদাতা:সকালে একবার রাতে একবার। আর ঐ তেল সিরাপগুলি তিনবেলা।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। আর বড়দেরগুলা? বড়দের এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:বড়দের এন্টিবায়োটিক যেটা দেয়, এটা মনে করেন সকালে আর রাতে। আর বেশীরভাগই রাতে খাওয়ানোর জন্য দেয় এটা।

প্রশ্নর্কতা:একটা মাত্র দেয়?

উত্তরদাতা:একটা কইরা একপিস কইরা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার মেয়ের জন্য এন্টিবায়োটিক দিছিল বললেন ঐটা কয়বেলা করে খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:ঐডা একবেলা রাতে শুধু খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:শুধু রাতে একবেলা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এই এন্টিবায়োটিক কয়টা করে খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতা:তিনটা।

প্রশ্নর্কতা:তিনটা খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তার কয়দিন খায়তে বলছিল?

উত্তরদাতা:সাতদিনের বলছিল।

প্রশ্নর্কতা:সাতদিনের বলছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু আপনি তিনদিনের খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:তিনদিন খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা কি ডাক্তার জানে যে আপনি শুধু তিনদিনের খাওয়ান, সাতদিনের খাওয়ান না।

উত্তরদাতা:না। এটা ডাক্তার জানেনা।

প্রশ্নর্কতা:জানেনা?

উত্তরদাতা:না। ভালো হয়ে গেলে তো আর যাইনা ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কেন মানে শুধু তিনদিনের খাওয়ান, সাতদিনের খাওয়ান না?

উত্তরদাতা:খাওয়াইনা। ভালো হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:অথচ দেখলেন ছোট বাচ্চাটার জন্য ওকে আবার সাতদিন খাওয়াচ্ছেন ঠিকই।

উত্তরদাতা:ওরটা তো একবারে নিয়ে আসি পাউডার সিরাপ। গুলায় হেলাই।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এটা ভালো হয়ে গেরেও খাওয়াই, না হয়ে গেলেও খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা: না হয়ে গেলেও খাওয়ান।

উত্তরদাতা:আর ঐটাতো আনছিনা। ঐটা তো সিরাপ না। ঐটা ট্যাবলেট।

প্রশ্নর্কতা:এজন্য তিনদিনের জন্য আনেন?

উত্তরদাতা:তিনদিনের আনি। ভালো হয়ে যায়। পরে যদি ভালো না হয় তো আবার যায়য়া আনমু। হেই ধারনা কইরা যাই।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু যেহেতু ঐটা বলছে একবেলা বা দুইবেলা করে। দামী ঔষধ, এজন্য আপনি ঠিকমতো ঐটা খাওয়ান আর অন্যগুলাতে এত গুরুত্ব দেন না।

উত্তরদাতা:গুরুত্ব দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ আপা। আর আমরা যে এইযে এখানে আসছি, আপনাকে একটা ইয়ে দিব। এন্টিবায়োটিক কিভাবে খেতে হবে, এরকম একটা নিয়মাবলীর আমাদের কাছে একটা চার্ট আছে। এতে বাংলায় লেখা আছে। এটা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি আরকি। আমরা এন্টিবায়োটিক কিভাবে খেতে হবে, কখন খেতে এই নিয়মগুলো। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যেটা বলতেছিলাম।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেলে কিভাবে কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে বা কিভাবে হয় এই বিষয়গুলো এখানে লেখা আছে। ধন্যবাদ আপা।

উত্তরদাতা:আচ্ছা।

----------oooooooo---------